কার্পজাতীয় মাছের পোনা উৎপাদন

(CARP SEED PRODUCTION TECHNOLOGY)

ভাকৃঅনুপ
ICAR

ICAR - RCNEH

কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ
বীরচন্দ্রমনু, দক্ষিণ ত্রিপুরা - ৭৯৯ ১৪৪

মাছের পোনা মাছচাষের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ এবং সাধারতণঃ মাছচাষীরা অন্যান্য পোনা-চাষীদের থেকে মাছের পোনা চড়া দামে কিনে থাকেন। মাছচাষীরা কিছুটা যত্নবান ও সচেতন হলে মাছের পোনা নিজেরাই উৎপাদন করে নিতে পারেন। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মাছের পোনা উৎপাদন একটি লাভজনক ব্যবসাও বটে।

আঁতুড় পুকুর, লালন পাকুর এবং পালন পুকুর— এই তিন জাতীর পুকুরে মাছের ধানীপোনা, চারাপোনা ও বাজারজাত মাছের উৎপাদন যথাক্রমিকভাবে হয়ে থাকে। মাছের পোনা উৎপাদনের জন্য আঁতুড় পুকুরকে সঠিক পরিচর্যার মা ধ্যমে তৈরী করে মজুতকরা রেণু ১২-১৪ দিনের চাষের পর লালন পুকুরে স্থানান্তরিত করা হয়। লালন পুকুরে আরও ৪০-৪৫ দিন চাষের পর সেটাকে পালন পুকুরে চাষের জন্য মজুত করা হয়। এখানে আমরা মাছের পোনা উৎপাদনের বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করব।

ক। আঁতুড় পুকুর প্রস্তুতি ঃ

১। ছোট আয়তনের (২.৫ গণ্ডা - ৭.৫ গণ্ডা) ও জলের গভীরতা ০.৮ - ১.০ মিঃ বিশিষ্ট পুকুর ধানীপোনা উৎপাদনের জন্য আদর্শ।

২। পুকুরের পাড়ের ও তলদেশের সমস্ত রকমের আগাছা কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে পরিষ্কার করে নিতে হবে। পোনা চাষের পুকুর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা একান্ত জরুরী।

৩। ফাল্গুন -চৈত্র মাসে আঁতুড় পুকুরের জল নিষ্কাষণ করে নিলে পোনা উৎপাদনের পরিচর্যা অতি সহজে ভালোভাবে করা যায়।

৪। জল নিষ্কাষণের কাজ শেষ করার সাথে সাথে কানি প্রতি ৮০-১০০ কেজি চুন (জল গুলে) সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

৫। চুন প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে পুকুরে জল ঢোকানো উচিত কারণ এতে পরবর্তী সময় জলে শৈবাল তৈরীর সম্ভাবনা কম থাকে।

৬। চুন প্রয়োগের ৭-৮ দিন পর পুকুরে সার হিসাবে কানি প্রতি ৬০০ কেজি গোবর এবং ২-৩ দিনের ভিজানো ৩৫-৪০ কেজি সরিষার খৈইল (কানিপ্রতি) ভালোভাবে জলে গুলে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

৭। সার প্রয়োগের ৫-৬ দিন পর পুকুরে প্ল্যাংটন্ বা প্রাকৃতিক অণু খাদ্যকণা তৈরী হয়ে গেলে রেণু মজুতের উপযুক্ত হয়। এই সময়ে পুকুরে একবার ঘন জাল টেনে দিলে ভালো হয়। এতে পুকুরের কিছু পরিমাণ পোকা মাকরও নিষ্কাষিত হয়ে যায়।

৮। রেণু সংগ্রহের জন্য স্থানীয় / কাছাকাছি হ্যচারির সাথে যোগাযোগের পর, রেণু মজুতের আগের দিন পুকুরের সমস্ত পোকা মাকড় নিধন কারে নিতে হবে।

৯। পোকামাকড় নিষ্কাষণের জন্য পুকুরে কানি প্রতি ৩-৪ কেজি সাধারণ সাবান একটু গরম জলে গুলে তার সাথে ৭-১০ লিঃ কেরোসিন মিশ্রিত করে মিশ্রণটিকে পুকুরের জলের উপরিতলে রেযদিক থেকে বাতাস বাইছে সেদিক থেকে ছেড়ে দিতে হবে। মিশ্রণটি ধীরে ধীরে পুকুরের উপরিভাগে একটি হাল্কা পর্দার সৃষ্টি করে নীচের পোকা মাকড় মেরে ফেলবে।

খ। রেণু মজুতকরণ ঃ

১। পোকামাকড় নিধনের পরের দিন রেণু মজুতকরণ পরিকল্পনা নিতে হবে। রেণু যাতে কমপক্ষে চারদিন বয়সের হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২। রেণু উৎস বা হ্যাচারি যদি খামার থেকে দূরে হয় তাহলে অক্সিজেন প্যাকটের মাধ্যমে সেটাকে পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। মজুত করার সময় প্যাকেট গুলোকে কিছুক্ষণ (৫-৭মিঃ) পুকুরের জলে ভাসিয়ে রাখতে হবে এবং তারপর প্যাকেট ও পুকুরের জলের মিশ্রণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে রেণু পুকুরে মজুত করতে হবে।

৪। কানি প্রতি ১ লিঃ (৮ বাটি) রেণু মজুত করা যেতে পারে। চাষীভাইরা উনাদের আর্থিক অবস্থার ও চাষের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে কি কি প্রজাতির রেণু ছাড়বেন তা ঠিক করতে পারেন। সাধারণতঃ কাণি প্রতি ২ বাটি কাতলা, ৩ বাটি রুই, ২ বাটি মৃগেল ও ১ বাটি সিলভার কার্পের রেণু মজুত করা যায়।

গ। রেণুর পরিচর্যা এবং খাদ্য প্রদান ঃ

১। মাছের রেণুগুলো প্রথমাবস্থা পুকুরের চারদিকে কম জলে পড়ের দিকে থাকে এবং জলের ছোট ছোট প্রাকৃতিক অনু খাদ্যকনা বা প্ল্যাংটন খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

২। কৃত্রিম খাবার হিসাবে শুকনো মিহি চালের কুঁড়া ও সরিষার খৈইলের সমপরিমাণ মিশ্রণের সাথে ১-২ শতাংশ পরিমাণ মিনারেল মিক্সার পাউডার (ফিস্ মিন বা এগ্রিমিন্) মিশিয়ে খাদ্য হিসাবে দিতে হবে।

৩। উপরিক্ত পরিপূরক খাদ্য পুকুরের চারপাশের জলে একটু একটু করে ছিটিয়ে দিতে হবে।

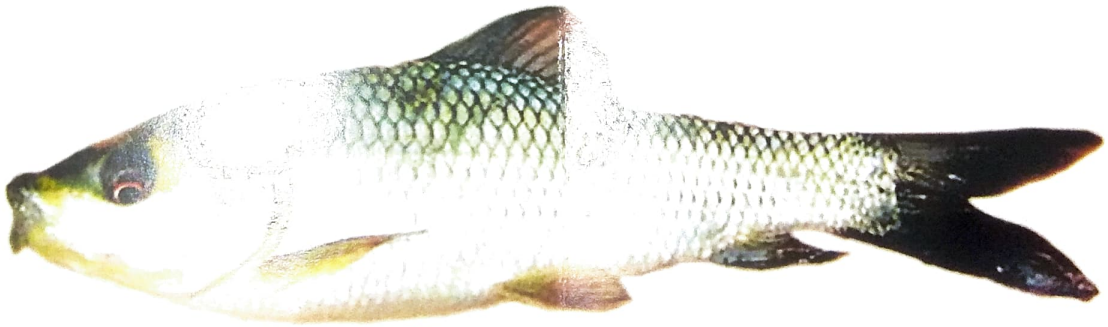

৪। পরিপূরক খাদ্য প্রথম ৫দিন (মজুতের পর) দৈনিক ১ কেজি করে (কানিতে ৮ বাটি রেণুর জন্য) এবং পরবর্তী সময় দৈনিক ২ কেজি করে (কানি প্রতি) দিতে হবে। এই খাদ্য প্রতিদিন দুইবার অর্ধেক অর্ধেক পরিমাণে সকাল রোদ উঠার আগে ও বিকালে রোদ কমার পর দিতে হবে।

৫। প্ল্যাংটন নেট দিয়ে জলে প্রাকৃতিক খাদ্যকণার পরিমাণ ঠিক আছে কিনা তা দেখে নেওয়া যেতে পারে। ৫০ লিঃ জলে ৪-৫ মিলি প্ল্যাংটন থাকা দরকার।

৬। পুকুরে প্ল্যাংটনের পরিমাণ কমে গেলে ২-৩ দিনের ভিজানো সরিষার খৈইল কানি প্রতি ২০ কেজি সমস্ত পুকুরে ছড়িয়ে দিতে হবে।

৭। সাতদিন পর ঘন জাল দিয়ে হালকাভাবে টেনে পোনা গুলো ছেড়ে দিতে হবে। যদি 'নটোনেকটা' নামক পোকার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তবে জালটা গুটিয়ে পোনাগুলোকে জালের মধ্যে জলে রেখে একটু কেরোসিন ছিটিয়ে দিয়ে ৫ মিনিট রেখে দিতে হবে। এতে পোকাগুলো মরে ভেসে উঠবে।

৮। ১৪-১৫ দিন পর ধনীপোনাগুলো লালন পুকুরে স্থানান্তরিত করতে হবে। স্থানান্তরিত করার পূর্বে লালন পুকুরের প্রস্তুতি শেষ করে নিতে হবে।

৯। লালন পুকুরে আঁতুড় পুকুর থেকে একটু বড় আয়তনের (১২ গণ্ডা থেকে ১ কানি) হয়ে থাকে। আতুড় পুকুরের মতো লালন পুকুরের প্রস্তুতি একইরকমভাবে করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র পোকামাকড় মারার প্রয়োজন হয় না।

১০। লালন পুকুরের আরও দেড় মাস প্রতিপালন করে পোনাগুলোকে পালন পুকুরে চাষের জন্য মজুত করা হয়। লালন পুকুরের পোনার খাদ্য আঁতুড় পুকুরের মতো দেওয়া যায় শুধুমাত্র পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়ে (পোনার ওজনের ৫-৬ শতাংশ প্রতিদিন)

১১। পোনা বাজারজাত করতে চাইলে পোনাগুলোকে হাপাতে ৮-১০ ঘন্টা কন্ডিশানিং করে বাজারজাত করতে হবে।

Publication No. : 42 **Year** : 2018

Compiled by : Dr. Biswajit Debnath, KVK, S. Tripura
Dr. Chandan Debnath, ICAR, Tripura
Dr. Diganta Sharmah, KVK, S. Tripura
Dr. B. K. Kandpal, ICAR for NEHR

Published by : Krishi Vigyan Kendra, S. Tripura
(ICAR Research Complex for NEHR)
P.O. : Manpathar, Birchandra Manu
South Tripura-799 144